

# কৃষি সন্মোচন



দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ □ বর্ষঃ ৪৯ □ মার্চ-এপ্রিল □ ২০১৬ খ্রি. □ ১৮ ফাল্গুন- ১৭ বৈশাখ □ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

**প্রধান উপদেষ্টা**  
মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর  
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

**উপদেষ্টামণ্ডলী**  
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনজি  
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)  
রতনক মাহমুদ  
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)  
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক  
সদস্য পরিচালক (অর্থ)  
ড. মোঃ সাইদুর রহমান সৈয়দ  
সদস্য পরিচালক (ফুলসেচ)  
ড. মোয়াজ্জেম হোসেন  
সচিব (মুখ্যসচিব)

**সম্পাদক**  
মোঃ তোফায়েল আহমদ  
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

**ফটোগ্রাফি**

মোঃ আব্দুল মাজেদ

ক্যামেরাম্যান

**প্রকাশক**

তাহমিনা বেগম

জনসংযোগ কর্মকর্তা

৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা

ঢাকা-১০০০

**মুদ্রণ**

প্রিন্টোপাইন

৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,

ফোন: ৮৩২২২২১

## সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করেছে। আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন প্রযুক্তি হলো “রাবার ড্যাম”। ভূপরিষ্ক পানির জলাধার তৈরি ও পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য এটি বর্তমানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূপরিষ্ক পানি প্রবাহে অর্থাৎ নদীতে আড়াআড়িভাবে রাবার ড্যাম স্থাপন করে জলাধার তৈরি করা হয়। তখনো মৌসুমে রাবার ড্যাম ফুলিয়ে পানি ধরে রাখা হয়। সঞ্চিত পানি হ্রাতিত গ্রেপ বা শক্তিশালিত পাম্পের মাধ্যমে জমিতে সরবরাহ করা হয়। বিএডিসি মুন্সে ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয় ২০০৯ সালে। প্রাথমিক ভাবে দুইটি রাবার ড্যাম প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়। প্রকল্প মোদান শেষ হওয়ার দুই বছর পূর্বে তা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে। পরে জলবায়ু ট্রাস্ট ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আরও দুইটি রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ০৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বিএডিসি’র মাধ্যমে বাস্তবায়নাবলী শেরপুর জেলার দালিতাবাড়ি উপজেলায় চেট্রাখালি রাবার ড্যাম ও সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বমপুর উপজেলায় মিছাখালী রাবার ড্যামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। চেট্রাখালী রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রকল্প এলাকায় কমপক্ষে ৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে। ফলে প্রতি বছরে প্রায় ২২০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হবে। অপরিষ্ক মিছাখালী রাবার ড্যাম নির্মিত হলে হাওর এলাকায় একমাত্র ফসল বোরো ধান পাহাড়িয়া ঢাল থেকে রক্ষা পাবে। হাওর এলাকায় কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

## ভেতরের পাতায়.....

ভুটানের কৃষি ও বনমন্ত্রীর বিএডিসি’র বীজ ভবন পরিদর্শন .....	০৩
বিএডিসি’র বীজ পরীক্ষণ বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করলেন কৃষি সচিব .....	০৩
বাংলাদেশের দক্ষিণ অববাহিকা (বরিশাল) অঞ্চলে ভূপরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পূর্ণবাসন প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে .....	০৬
বিএডিসি’র বিদ্যমান সার গুণমানমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলাচ্ছে .....	০৭
International Seed Testing Association (ISTA) Accreditation প্রক্রিয়া : বাংলাদেশের বীজ শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা .....	০৯
ভূপরিষ্ক পানি সংরক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হাইড্রলিক এ্যাপ্লিকেশনের ড্যাম এদেশে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে .....	১১
সেচ কাজে পানির অপচয় রোধে কিছু কথা .....	১৩
জৈট-আষাঢ় মাসের কৃষি .....	১৬

যারা যোগায়  
সুস্থার অন্ন  
আমরা আছি  
তাদের জন্য

## ভূটানের কৃষি ও বনমন্ত্রীর বিএডিসি'র বীজ ভবন পরিদর্শন

গত ০৫ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে ভূটানের মাননীয় কৃষি ও বনমন্ত্রী জনাব নিওনপো ইয়েশি দরজিকে ভূটানের একটি প্রতিনিধি দল বিএডিসি'র মিরপুরস্থ গাবতলী বীজভবন পরিদর্শন করেন। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর ভূটানের কৃষি ও বনমন্ত্রীর অভ্যর্থনা জানান। বীজ ভবনের সম্মেলন কক্ষে ভূটানের প্রতিনিধি দলের সাথে বিএডিসি কর্মকর্তাদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান ভূটানের কৃষি ও বনমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ক্রেস্ট প্রদান করেন। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মহাপরিচালক, বীজ উইং) জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খন্দকার, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব



ভূটানের মাননীয় কৃষি ও বনমন্ত্রী নিওনপো ইয়েশি দরজিকে বিএডিসি'র মিরপুরস্থ গাবতলীতে সর্বজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র দেখাচ্ছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ

মোঃ আমিনুল ইসলাম, মুখ্য পরিচালক (বীজ পরীক্ষাপার) জনাব আভতোম লাহিড়ীসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে ভূটানের কৃষি ও বনমন্ত্রী বিএডিসি'র বীজ পরীক্ষাপারের কার্যক্রম, সর্বজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং বিএডিসি'র মিরপুরস্থ বীজ বর্ধন

খামারের কার্যক্রম ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণকেন্দ্র ঘুরে দেখেন এবং বীজ বর্ধন খামারে একটি গাছের চারা রোপন করেন।

## বিএডিসি'র বীজ পরীক্ষণ বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করলেন কৃষি সচিব



কর্মশালার প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আব্দুল্লাহ

বিএডিসি'র মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে মিরপুরস্থ বিএডিসি বীজ পরীক্ষাপার, বীজ ভবনে বীজ পরীক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২০ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে "ইউনিফর্মিটি অব সীড টেস্টিং প্রসিডিউর" শীর্ষক ২ দিনব্যাপী এ কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আব্দুল্লাহ।

(বাঁকী অংশ ৪-এর পাতায়)

পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) এর  
আওতায় বাস্তবায়িত ৫-কিউসেক এলএলপি স্কীম

কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী জগন্নাথপুর ইউনিয়নের গাজীপুর, কটকবাজার, রাজমঙ্গলপুর, শাহপুর এলাকাসহ সদর দক্ষিণ উপজেলা পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ডের সোনাইছড়ি প্রকল্পের আওতায় গোমতীনদীর গাজীপুর পর্যায়ে দুইচপেটের মাধ্যমে সোনাইছড়ি খালে পানি দেওয়া হতো এবং সোনাইছড়ি খালের দুই পাড়ের জমিতে গুরু মৌসুমে বোরো আবাদ হতো। বর্তমানে গোমতী নদীর তলদেশে সোনাইছড়ি খালের তলদেশের নীচে চলে যাওয়ার খালের দুই পাড়ের জমিতে বোরো আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এমতাবস্থায়, পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় বোরো মৌসুমে সরাসরি গোমতী নদী হতে ৫-কিউসেক এলএলপি প'র মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে সেচ দেওয়ার জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গাজীপুর গোমতী ৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

উক্ত স্কীমে ৬০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিত পাইপ) নির্মাণ এবং ৫-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন এলএলপি পাম্প স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করে ২০১৫-১৬ অর্থ



প্রকল্পের আওতায় ৫ কিউসেক এলএলপি স্কীম

বছরে স্কীমটি চালু করা হয়। প্রায় ২০০ জন। স্কীমটি ৫-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি'র মাধ্যমে কটক-বাজার, রাজমঙ্গল এবং শাহপুর এলাকার প্রায় ১২০ একর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত স্কীমের উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা

প্রায় ২০০ জন। স্কীমটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে ২৮০ মেঃ টন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হবে। এতে ঐ এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে।

বিএডিসি'র বীজ পরীক্ষণ বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন

(৩ এর পাতার পর)

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের চীফ কোঅর্ডিনেটর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মহাপরিচালক, বীজ উইং) জনাব মো: ফজলে ওয়াহেদ খন্দকারের সভাপত্বত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো: শফিকুল ইসলাম লস্কর। প্রকল্প পরিচালক মুহা: আজহারুল ইসলাম প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অগ্রপ্তি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মো: মোফাজ্জল হোসেন এলএলপি, সদস্য পরিচালক (ফুলসেচ) ড.

মো: সাইদুর রহমান সেলিম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উন্নয়ন) জনাব রওনক মাহমুদসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব বলেন, কৃষি উৎপাদনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে বীজ। ভাল বীজ ছাড়া উৎপাদন বাড়ানো যাবে না। বীজের মাননিয়ন্ত্রণে একটি অভিনু মান বজায় রাখার জন্যই আজকের এ কর্মশালা। এ ধরনের কর্মশালায় আরো বেশি বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ

নিশ্চিত করতে হবে। দেশে গুণগত মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন ও সরবরাহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করছে এবং এ সরবরাহের পরিমাণ আরো বাড়তে হবে। আয়োজিত কর্মশালার প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বীজের মান আরো বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান করেন কৃষি সচিব। তিনি এ সময় ধানের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলেও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান। উদ্বোধন শেষে কৃষি সচিব বীজ পরীক্ষাগারের কার্যক্রম

পরিদর্শন করেন। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই উন্নত মানের বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি করে আমাদের ফলন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। বিএডিসি তার দক্ষ জনবল দিয়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। এ ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কর্মকর্তাবৃন্দ অধিক পরিমাণে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে সচেষ্ট হবেন বলে তিনি আশা পোষণ করেন।



## বাংলাদেশের দক্ষিণ অববাহিকা (বরিশাল) অঞ্চলে ভূপরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পূর্নবাসন প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে বরিশাল জেলায় জলের মতো নদী-নালা খাল বিল ছড়িয়ে রয়েছে। উপরোক্ত নদীনালা খাল/বিলে পলি জমে ভূপরিষ্ক পানি ধারণ ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে স্থানীয় কৃষকগণ সেচ কাজে পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার করতে পারছে না। এই জন্য খাল/নালা সমূহ হতে পলি অপসারণপূর্বক পুনঃখনন করে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সেচ কাজে পর্যাপ্ত পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

FAO এর কারিগরী সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২ সালে প্রণীত Master Plan for Agricultural Development in the Southern Delta Region of Bangladesh এ খাল সংস্কার ও পুনঃখনন এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভূপরিষ্ক পানি ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। USAID Bangladesh কর্তৃক Cereal System Initiatives for South Asia Mechanization and Irrigation (CSISA-MI) শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ভূপরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসাবে বাংলাদেশের দক্ষিণ অববাহিকা (বরিশাল) অঞ্চলে ভূপরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পূর্নবাসন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে অর্থায়নের নিমিত্ত গত ২৬ অগস্ট ২০১৩ ERD এবং

USAID Bangladesh এর মধ্যে একটি টাউচ পত্র স্বাক্ষরিত হয়। সে আন্দোকে উপরোক্ত প্রকল্পটি গত ৪/৮/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলার ৭ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপজেলা সমূহ হলো আপেলঝরা, গৌরনদী, মুলাদী, বাবুগঞ্জ, হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ এবং বাকেরগঞ্জ। প্রকল্পের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ৮৫৭ লক্ষ টাকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪২৩ লক্ষ টাকার ব্যয়ের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ (১) ৭২ কিঃমিঃ সেচ খাল/ নালা পূর্নবাসন (পলি অপসারণপূর্বক পরিষ্কারকরণ) করতঃ সেচের পানি পরিবহন ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, যাতে কৃষক তখনো মৌসুমে সঠিক সময় ও স্থানে পর্যাপ্ত পানি পেতে পারে; (২) ভূগর্ভস্থ সেচ নালা/ পাইপ লাইন ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করতঃ আধুনিক সেচ ব্যবস্থার নিশ্চিত করণ; (৩) ভূপরিষ্ক সেচের মাধ্যমে পরিমিত পানি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ৫০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান; (৪) অংশিদারিত্ব ভিত্তিতে সমস্যার মাধ্যমে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি; (৫) প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জন্য CSISA-MI এর সহায়তায় দক্ষিণ এশিয় দানা শস্য পদ্ধতি উদ্যোগ (যান্ত্রিকীকরণ এবং সেচ) এর মাধ্যমে খাল



প্রকল্পের আওতায় বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলায় পুনঃখননকৃত কুমার বাড়ির খাল

পূর্নবাসনের মাধ্যমে ব্যয় সশ্রেয়ী ও উপযুক্ত সেচ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং সমবায় তিরিক্ত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মডেল তৈরি করণ; গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ৫০ কিঃমিঃ খাল/নালা পুনঃখনন, ৪৮০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ ও ৫ টি হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি খননকৃত খালে ৫০ স্টেট একিসয়াল ফ্লো পাম্প ক্ষেত্রায়ণ করা হয়েছে। উপরোক্ত ৫০ কিঃমিঃ খালের মধ্যে ১৮ কিঃমিঃ বাবুগঞ্জ উপজেলায়, ১৪ কিঃমিঃ মুলাদী উপজেলায়, ৬ কিঃমিঃ গৌরনদী উপজেলায়, হিজলা উপজেলায় ২ কিঃমিঃ, বাকেরগঞ্জ উপজেলায় ২ কিঃমিঃ মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় ২ কিঃমিঃ এবং আপেলঝরা উপজেলায় ৬ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ২২ কিঃমিঃ খাল/নালা পুনঃখনন, ৪৮০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ ও ৫

টি হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজের সংস্থান রয়েছে।

খাল খননের পূর্বে উপরোক্ত উপজেলার অধিকাংশ কৃষক পানির প্রাপ্যতা না থাকায় শুধুমাত্র আমন চাষ করতে অভ্যস্ত ছিল। অতি সামান্য কিছু কৃষক ডাল জাতীয় কিছু ফসল চাষ করতো। বাকী সময় জমি পানির অভাবে পতিত থাকতো। বর্তমানে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ায় আমন ধান চাষের পাশাপাশি গম ও অন্যান্য ফসল এর উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রকল্পটির কার্যক্রম অবলোকন করার জন্য ইতোমধ্যে USAID, ERD এবং কৃষি মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধিগণ প্রকল্প এলাকা ভ্রমণ করেছেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে শুধু মৌসুমে ৫০০০ হেক্টর জমির পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে। ফলে অতিরিক্ত ১২৫০০ মেট্রিকটন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা  
কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে

১৯৬২-৬৩ সালে ৫০ হাজার মে.টন সার সঞ্চার ও বিতরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সার ব্যবস্থাপনা উইং এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে সার বিতরণ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে ব্যাপকতা ও কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক সর্বমোট ৯.৫১ লক্ষ মে.টন নন ইউরিয়া সার (টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি) আমদানি করা হয় এবং আমদানিকৃত সার ও পূর্ববর্তী অর্থবছর সমাপ্তিত মজুদ সার বিএডিসি সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরো গতিশীল করার নিমিত্তে “বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ” শীর্ষক ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী প্রকল্পটি গত ০৮-১০-২০১৩ তারিখে



প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বন্ডডায় ৬০০০ মে.টন সার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিফট্রিকটেড স্টিল গুদাম

একদিকে অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষ হলে বিএডিসি'র বিদ্যমান সার সঞ্চার ক্ষমতা ১.৫৫ লক্ষ মে.টন হতে অধিকতর ৫০,০০০ মে.টন বৃদ্ধি পেয়ে ২,০৫০,০০০ মে.টনে উন্নীত

হবে। সমগ্র বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ১১২টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-  
(ক) বিএডিসি'র সার মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(খ) বিদ্যমান গুদামসমূহের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন সার বিতরণ নিশ্চিত করা;

(গ) অফিস ভবন ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোসমূহ মেরামত করে কর্মপোযোগী পরিবেশে সৃষ্টি করা;

(ঘ) অফিস সরঞ্জাম ও লজিস্টিক সরবরাহের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করা;

(ঙ) মোবাইল/অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে ডিজিটলাইজ করা।

“সুখম সার  
ব্যবহার করুন  
অধিক ফসল  
ঘরে তুলুন”

(বাণী অংশ ৮ এর পাতায়)



প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বন্ডডায় ৬০০০ মে.টন সার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিফট্রিকটেড স্টিল গুদামের ভিতরের অংশ

সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন "বিএডিসি"র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মেরামতকৃত গুদামসমূহের তথ্য

ক্রম নং	গুদামের নাম	ধারণ ক্ষমতা (মে.টন)	
০১	শিলোমানি, খুলনা	৭০০০	
০২	কুজডেস্ট, খুলনা	৩০০০	
০৩	বয়রা, খুলনা	বয়রা-১	৫০০
০৪		বয়রা-২	৫০০
০৫		বয়রা-৩	৫০০
০৬		বয়রা-৪	৫০০
০৭		বয়রা-৫	৫০০
০৮	মেলান্দহ, জামালপুর	৫০০০	
০৯	নালিতাবাড়ি, শেরপুর	২০০	
১০	টি জি-১, চট্টগ্রাম	৫০০০	
১১	টি জি-২, চট্টগ্রাম	৭৫০০	
১২	বরিশাল গুদাম	২০০০	
১৩	বরিশাল বাকেরগঞ্জ	২০০০	
১৪	নলছিটি, ঝালকাঠি	২০০	
১৫	চাচড়া, রায়পাড়া, যশোর-৩০০০	রায়পাড়া-১	১০০০
১৬	নিউ টাউন/শেখহাটি যশোর	১৫০০	
১৭	মধুপুর, কাকরাইন, টাঙ্গাইল	৫০০০	
১৮	টাঙ্গাইল সদর	৫০০	
১৯	দাউদকান্দি, কুমিল্লা	৪০০০	
২০	সৈয়দপুর, মৌলভীবাজারী (নিগ্রামতপুর)	২০০০	
২১	দেবিঘর, কুমিল্লা	২০০	
২২	মেডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬০০০	
২৩	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা-৪	৮০০
২৪	ইশ্বরদী	ইশ্বরদী-১	৫০০
২৫	মানিকগঞ্জ	১০০০	
২৬	মানিকগঞ্জ	১০০০	
২৭	শিমরাইলকান্দি, কুমিল্লা	১০০০	
২৮	চৌড়হাস, কুষ্টিয়া	১০০০	

২০১৫-১৬ অর্থবছরে নির্মূলিত গুদামসমূহ মেরামত করার কাজ চলছে

ক্রঃ নং	গুদামের নাম	ধারণ ক্ষমতা
০১	মিরপুর-১, সিরাজগঞ্জ	৪০০০
০২	মিরপুর-২, সিরাজগঞ্জ	১০০০
০৩	উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ-১	৬০০০
০৪	উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ-২	২০০০
০৫	রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ-১	২০০০
০৬	রহনপুর, চাণাইনবাবগঞ্জ	৫০০০
০৭	মহিলাপল, ফেনী-১	৩০০০
০৮	মহিলাপল, ফেনী-২	৫০০
০৯	মীরকান্দিম, মুন্সিগঞ্জ	১০০০
১০	পুলহাট-১, দিনাজপুর	১০০০
১১	পুলহাট-২, দিনাজপুর	৮০০
১২	বীরগঞ্জ দিনাজপুর	১০০০
১৩	হাকিমপুর, দিনাজপুর	৪০০
১৪	বিহারীপাড়া-১, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	১০০০
১৫	বিহারীপাড়া-২, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	৮০০
১৬	কমলাঘাট, মুন্সিগঞ্জ	৪০০
১৭	নেত্রকোনা	২০০০
১৮	কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ	২০০০
১৯	সরারচর, কিশোরগঞ্জ	১০০০
২০	মধুপুর, টাঙ্গাইল	২০০
২১	শিবগঞ্জ-১, মাদারগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও	১০০০
২২	শিবগঞ্জ-১, মাদারগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও	৮০০

চলমান ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নির্মূলিত গ্রিফেট্রিকটেড সিল গুদামসমূহের নির্মাণ কাজ চলছে

ক্রঃ নং	গুদামের নাম	ধারণ ক্ষমতা
০১	বগড়া গ্রিফেট্রিকটেড সিল গুদাম (নির্মাণ কাজ সম্পন্ন)	৬০০০ মে.টন
০২	রাজশাহী গ্রিফেট্রিকটেড সিল গুদাম	৪০০০ মে.টন
০৩	কুষ্টিয়া গ্রিফেট্রিকটেড সিল গুদাম	১০০০ মে.টন
০৪	ফরিদপুর গ্রিফেট্রিকটেড সিল গুদাম	২০০০ মে.টন
০৫	বি-বাড়িয়া গ্রিফেট্রিকটেড সিল গুদাম	২৩০০ মে.টন
০৬	যশোর গ্রিফেট্রিকটেড সিল গুদাম	৬০০০ মে.টন



## International Seed Testing Association (ISTA) Accreditation প্রক্রিয়া :

### বাংলাদেশের বীজ শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা

সরকারিভাবে বিএডিসি, বেসরকারিভাবে বিভিন্ন বীজ কোম্পানি ও কৃষকরা মিলে বাংলাদেশের বীজ চাহিদার অধিকাংশ বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও সরবরাহ করে থাকে। সামান্য কিছু সবুজ বীজ হেমন গাজর, ফুলকপি, বাধাকপি, হাইব্রিড ধানবীজ ও পাটবীজ আমদানিপূর্বক বাজারজাত করে বেসরকারি বীজ প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া অন্যান্য বীজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বীজ রপ্তানির দ্বারপ্রান্তে। সীমিত পরিমাণে বীজ রপ্তানি শুরু হয়েছে। জাতীয় বীজ নীতি ২০১৬ এর খসড়ার ১২নং অনুচ্ছেদে বীজ রপ্তানির বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ে বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৮তম সভায় বীজ রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় ISTA Accreditation বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরে যেসব সংস্থায় ISTA মেম্বর ল্যাবরেটরি রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানকে যথাশীঘ্র ISTA Accreditation প্রাপ্তির জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

#### ISTA Accreditation কি?

সংজ্ঞা :

ISTA Accreditation হলো – একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃত প্রক্রিয়া, যাতে নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তি বা ল্যাবরেটরিকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার অনুমতি দেয়। ISTA Accreditation এর উদ্দেশ্য হলো – কোন বীজ

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপব্যবস্থাপক (উন্নয়ন), বিএডিসি, ঢাকা

পরীক্ষার যেন ISTA Rules এর ভিত্তিতে মান অনুযায়ী বীজ পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারে। বীজ পরীক্ষার প্রমাণ করতে হবে যে, তারা ISTA Accreditation মানদণ্ড পূরণ করে একটি মান নিশ্চয়তা সিস্টেম চালাতে সক্ষম। ISTA Accredited পরীক্ষাগারগুলো ISTA Seed Lot and Sample Certificates ইস্যু করার যোগ্যতা পায়।

#### ISTA Accreditation এর সুফল :

বীজ বিক্রেতার জন্য : বীজ উৎপাদনকারীরা তাদের বীজ পরীক্ষা করে নির্ভরযোগ্য ফলাফল পায় যা প্রকৃত বীজমান নির্দেশ করে বলে বীজ সহজেই বিক্রয়/রপ্তানি করা যায়।

বীজ ক্রয়কারীর জন্য : বীজ ক্রয়কারী সাধারণত উচ্চ মানের বীজ ক্রয়ে আগ্রহী থাকে। ISTA Certificate থাকলে তারা তাদের ক্রয়কৃত বীজ লটের মান সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারে।

বীজ পরীক্ষাগারের জন্য : ISTA Accreditation একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি যা বীজ পরীক্ষাগারের ISTA পদ্ধতি ব্যবহারের কারিগরি সক্ষমতা প্রকাশ করে এবং নির্ভরযোগ্য বীজ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে। ISTA হিসাব মতে সারা বিশ্বের ৭৬টি দেশে ২০৭টি মেম্বর ল্যাবরেটরি, ৪৩ জন পার্সোনাল মেম্বর এবং ৫৬ জন এসোসিয়েট মেম্বর রয়েছে। তবে এর মধ্যে ১২৭টি মেম্বর ল্যাব ISTA Accreditation অর্জন করেছে যারা ISTA

International Seed Analysis Certificates প্রদান করে থাকে।

#### ISTA Accredited Laboratory প্রক্রিয়ার বর্ণনা :

১. ISTA Accreditation এর উদ্দেশ্য : ISTA Rules মেনে মনন কোন বীজ পরীক্ষাগার বীজ পরীক্ষার পদ্ধতিগুলো দক্ষ কারিগরিভাবে চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা অর্জন করে।

২. ISTA Membership: শুধুমাত্র ISTA Member Lab গুলো Accreditation এর জন্য আবেদন করতে পারে সেজন্য Accreditation এর পূর্বে অবশ্যই মেম্বরশিপের জন্য আবেদন করতে হয়।

#### ৩. ISTA Inter-Laboratory Proficiency Test Program এ অংশগ্রহণ :

ISTA Accredited Lab গুলোর জন্য Proficiency Test Program এ অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং Accreditation পাওয়ার জন্য আবেদন করার পূর্বে।

#### ৪. Quality Management System স্থাপন :

ISTA Accreditation Standard অনুযায়ী Accreditation এর জন্য আবেদনকারী বীজ পরীক্ষাগারকে অবশ্যই একটি Quality Management System স্থাপন করতে হবে।

#### ৫. Accreditation এর জন্য আবেদন :

একটি সম্পূর্ণ আবেদন ফরম পূরণ করে Accreditation এর জন্য সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত

ISTA সচিবালয়ে দাখিল করতে হবে।

#### ৬. Document পর্যালোচনা : Accreditation এর জন্য আবেদনকারী বীজ পরীক্ষাগার তাদের Quality document গুলো ISTA সচিবালয়ে পাঠাবে। ISTA অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনা ও যাচাই করে দেখবে যে এতে আর কোন ডকুমেন্টের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। কোন অমিল থাকলে অভ্যন্তরীণ দূর করার জন্য চাহুয় সরেজমিনে ল্যাব যাচাইয়ের পূর্বে ব্যবস্থা নিবেন।

৭. অভ্যন্তরীণ : সাধারণত দুইজন অভ্যন্তরীণ দিলে ISTA অভ্যন্তরীণ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে যার একজন হলো সিস্টেম অভ্যন্তরীণ ও অপরজন টেকনিক্যাল অভ্যন্তরীণ সিস্টেম অভ্যন্তরীণ হলো অভ্যন্তরীণ দলনেতা- তিনি Accreditation প্রক্রিয়ার সকল ধাপের জন্য দায়িত্ববান। তাছাড়া তিনি পুরা Quality Management System পরীক্ষা করে দেখবেন যা টেনদিন কাজে প্রয়োজন করা হয়ে থাকে। অপরদিকে টেকনিক্যাল অভ্যন্তরীণ হলো বীজ বিশেষজ্ঞ যিনি পরীক্ষাগার যাচাইয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তিনি ল্যাবরেটরি টেকনিক্যাল বিষয়সমূহ মেম্বর ক্যালিব্রেশন পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ, আন্তঃপরীক্ষাগারের তুলনামূলক টেস্টে পরীক্ষাগারের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ। অভ্যন্তরীণ বীজ পরীক্ষাগারের Accreditation যথার্থতাসমূহ যাচাই করে দেখবেন।

(পরীক্ষা এবং ১০ এর পরে)

(৯-এর পরের পর)

যদি ল্যাব ISTA Laboratory Accreditation standard এর সকল প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সক্ষম হয় তবেই অডিটরগণ উক্ত ল্যাবকে Accreditation প্রদানের স্বপক্ষে সুপারিশ করবেন।

৮. ISTA Certificates প্রদানের ক্ষমতা অর্পনঃ যখন Accreditation প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখন উক্ত ল্যাবকে ISTA Certificates প্রদানের ক্ষমতা অর্পন করা হয়। এ ক্ষমতা অর্পনের মেয়াদ ল্যাব অডিট/যাচাইয়ের দিন হতে তিন বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৯. Accredited ল্যাবের

পুনঃযাচাইঃ Accredited অডিটের দিন হতে এর মেয়াদ তিন বছর। তিনবছর পূর্তির তিন মাসের মধ্যে Accredited এর পুনঃযাচাই অবশ্যই হতে হবে।

১০. একটি Accredited ল্যাবের দায়িত্বঃ ল্যাবের মালিকানা, প্রতিষ্ঠান ও অবস্থান ইত্যাদি পরিবর্তন বিষয়ে ISTA সচিবালয়কে অবহিত করতে হবে। Accreditation এর সাথে সম্পৃক্ত ডকুমেন্টস/তথ্যাদি ওএক্স সচিবালয়ে চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজন হলে প্রেরণ করতে হবে। Accreditation

মঞ্জুর হওয়ার পর হতে ISTA Laboratory Accreditation Standard মেনে চলতে হবে।

১১. Accredited laboratory রেজিস্টার ISTA এর Website এ প্রকাশ হয়ে থাকে।

১২. রেকর্ড সংরক্ষণঃ ISTA Accreditation এর সাথে সম্পর্কিত তথ্যাদি ISTA Accreditation and Technical and Department এ সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

১৩. গোপনীয়তাঃ চলতি Accreditation এবং তার ফলাফলের সাথে সম্পর্কিত তথ্যাদি ও ডকুমেন্টের

গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়।

১৪. ISTA Logo এবং Accreditation মঞ্জুরের ব্যবহারঃ ISTA Accredited ল্যাবগুলো তাদের Accreditation Status, Logo ইত্যাদি নিয়ম মেনে ল্যাবের চিহ্নি এবং রিপোর্টে ব্যবহার করতে পারে।

১৫. ব্যয়ঃ কোন ল্যাব Accreditation এর জন্য আবেদন করতে হলে তাকে প্রথমে ISTA এর মেম্বার ল্যাব হতে হবে। বার্ষিক মেম্বারশিপ ও Accreditation এবং অডিটের পূর্বে ৩ বছরের জন্য অডিট ভিজিট ফি নিম্নে প্রদত্ত হওয়াঃ

ক্রমিক নং	মেম্বারশিপ ফি (Swiss Francs CHF)	চলতি বছর
১.	বার্ষিক ল্যাব মেম্বারশিপ ফি	৫২১৪/-
২.	বার্ষিক অডিট: চাঁদ Accredited ল্যাবেব জন্য	১২২৪/-
৩.	অডিট ভিজিট ফি	১৩,০০০/-

উপসংহারঃ বাংলাদেশে ISTA এর মেম্বার ৪টি ল্যাব হলো-বিএডিসি, এসসিএ, লাল তীর সীড লিঃ ও এসিআই লিঃ এর ল্যাব। বিএডিসি'র বীজ উইং এখন হতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করলে ঢাকার মিরপুরস্থ গাবতলীতে অবস্থিত বীজ পরীক্ষাগারটি অচিরেই ISTA Accreditation অর্জনে সক্ষম হবে। এতে ইউরোপসহ সারা বিশ্বে বিএডিসি'র বীজ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হবে।

### ভূগরিহ পানি সংরক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হাইড্রলিক এ্যালিভেটর ড্যাম এদেশে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে

(১১-এর পরের পর)

কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ চীনাদের সাথে জড়িত থেকে কারিগরি জ্ঞান রপ্ত করে পরবর্তীতে নিজেরাই (চীনাদের ছাড়াই) এ পর্যন্ত প্রায় ৫৮টি রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করেন। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশের কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ চীনাদের সাথে জড়িত থেকে কারিগরি জ্ঞান রপ্ত করে পরবর্তীতে নিজেরাই (চীনাদের ছাড়াই) হাইড্রলিক এ্যালিভেটর ড্যাম বাস্তবায়ন করবে। বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ হাফিজউল্লাহ চৌধুরী বিগত ২০১২ সনের চীন দেশে রাবার ড্যাম ত্রয়ে চুক্তি স্বাক্ষরকালীন আপ-টেস্টেড জার্নি এ

প্রযুক্তি সম্পর্কে অবগত হন এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর সহায়তায় এদেশে এটি বাস্তবায়নকল্পে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। বিএডিসি ২০০৯ সনে রাবার ড্যাম নির্মাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়। “বাগা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুন্দর ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও গ্রাভিটি ট্রেস পদ্ধতিতে সেচ প্রদানের জন্য ডিসেম্বর/২০১২ মাসে দুইটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে চালু করেছে। একটি ময়মনসিংহ জেলার হাথুরাঘাট উপজেলার প্রবাহমান মেনাং ছড়ায় ৩০ মিটার দীর্ঘ ও

৪.৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং অপরটি সুনামশঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার প্রবাহমান সোনাই নদীতে ৫০ মিটার দীর্ঘ ও ৪ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। একই প্রকল্পের আওতায় সুনামশঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিছাখালী নদীতে রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ চলমান আছে যা আশামী বছর চালু করা সম্ভব হবে। এর সৈর্ঘ্য ২২০মিটার ও উচ্চতা ৪ মিটার। মিছাখালী নদী রাবার ড্যামটি পানি সংরক্ষণ ছাড়াও আশাম পাহাড়ি ঢাল/জলোচ্ছ্বাস থেকে আত্মরক্ষা ও করচা হওয়ের ৭,০০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল রক্ষা করবে। তাছাড়া বিএডিসি বাংলাদেশ জলবায়ু

পরিবর্তন ট্রাস্টের আওতায় চম্টিয়াম জেলা রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ২টি রাবার ড্যাম গত বছর চালু করেছে, একটি পাকুয়া ইউনিয়নের প্রবাহমান ইছামতি নদীতে ৬২ মিটার দীর্ঘ ও ৪.৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং অপরটি পদ্মা ইউনিয়নের প্রবাহমান শিলক খালে ৪০ মিটার দীর্ঘ ও ৪.৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। এগুলো ছাড়াও বিএডিসি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের আওতায় শেরপুর জেলায় আরো ১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করছে, যা নালিতাবাড়ী উপজেলার প্রবাহমান চেয়েখালী নদীতে ৩৬ মিটার দীর্ঘ ও ৪.০০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট।

## ভূপরিষ্ক পানি সংরক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হাইড্রলিক এ্যালিভেটর ড্যাম এদেশে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে

মোঃ হাফিজউল্লাহ চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী, বিএডিসি

রাবার ডাম/ হাইড্রলিক এ্যালিভেটর ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিষ্ক পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টি ও পাহাড়ি ছড়ার পানি সংরক্ষণ করে সেচ কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে “কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিষ্ক পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ” শীর্ষক একটি প্রকল্প গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ষোড়শ সভায় অনুমোদিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন জনাব শেখ হাসিনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাব্যীণ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৮টি রাবার ড্যাম ও ২টি হাইড্রলিক এ্যালিভেটর ড্যাম নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি জানুয়ারি/২০১৬ থেকে অর্থ/২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

রাবার ডাম/ হাইড্রলিক এ্যালিভেটর ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে বর্ষা পরবর্তী শুষ্ক মৌসুমে ভূপরিষ্ক পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সেচকাজে ভূপরিষ্ক পানি ব্যবহার বৃদ্ধি ও সেচের ব্যবস্থা করা হবে। পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং পানি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে ১১,১৫০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং সেচ

অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূপরিষ্ক পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং বছরে প্রায় ৯০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার ৫০,১৭৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

১৯৫০ দশকের পূর্বভাগে রাবার ড্যাম প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করা হয়। পানির উৎসে কিংবা সারা বছর প্রবাহমান নদী/ খালে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। পাম্পের সাহায্যে পানি সরবরাহ করে রাবার ব্যাগ ফুলিয়ে উজানে পানি সংরক্ষণ করার প্রযুক্তির নাম রাবার ড্যাম। রেইনফোর্সড সিনথেটিক ফাইবার দ্বারা অধিক স্তরে রাবার যুক্ত করে রাবার ব্যাগ নির্মিত হয়। রাবার ব্যাগটি ফ্লেগজিবল এবং ইচ্ছামতো উচ্চতা কম বেশি করে পানির উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রাবার ব্যাগটি পর্যাপ্ত পরিমাণ প্যাড, প্রাটিন ও নাট-বোল্ট দ্বারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় RCC ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ফিটিং করা হয়। রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে শুরু মৌসুমে পানি আটকিয়ে রেখে জলাধার তৈরিপূর্বক সেচ প্রদান করা হচ্ছে।

দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ভূপরিষ্ক পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও সেচের পানি সংরক্ষণে সারা বিশ্বে রাবার ড্যাম প্রযুক্তি বেশ জনপ্রিয়। রাবার ড্যামের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করে সহজেই ফসলের জমিতে সেচ

প্রদান, আপাম পাহাড়ি ঢাল কিংবা সাগরের লোনো পানি প্রতিরোধ, সেচপাম্প ছাড়া Gravity Flow 'র মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান, ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণে সহায়তা, সংযোগ সেতুর মাধ্যমে পণ্য পরিবহনসহ জনগণের যাতায়াতে সুবিধা, পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়ন ও অর্ধ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সহজ হয়। রাবার ড্যাম প্রযুক্তিতে বিশ্বস্তের প্রয়োজন হয় না। এছাড়াও পানি সংরক্ষণ অবকাঠামোতে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হলে বিপুল পরিমাণ স্টিল বা রড, সিমেন্ট, কাঠ ও অন্যান্য নির্মাণ দ্রব্যাদির সাশ্রয় হয়। রাবার ড্যাম নির্মাণে বিদ্যমান নদী/ খালের প্রস্থ সংকোচনের প্রয়োজন পড়ে না বিধায় রাবার ব্যাগের ভিতর হতে পানি বের করা হলে ব্যাগটি বেড়ের সাথে মিশে যায় ফলে বর্ষাকালে পানি প্রবাহে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। প্রচলিত সেচ অবকাঠামোর তুলনায় রাবার ড্যাম নির্মাণ ও স্থাপন সময় কম লাগে এবং নির্মাণ ব্যয় ৩০-৪০% সাশ্রয় হয়।

বাংলাদেশে বিএডিসি সর্বপ্রথম হাইড্রলিক এ্যালিভেটর ড্যাম নির্মাণ করতে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে চীন দেশে হাইড্রলিক এ্যালিভেটর ড্যাম আবিষ্কার হয়। রাবার ড্যামের আপ-ডেটেড ডার্বন হচ্ছে হাইড্রলিক এপিভেটর ড্যাম। হাইড্রলিক এপিভেটর ড্যামটি উত্থানো ও নামানো হয়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পাইলট আকারে ২টি নির্মাণ করা হবে।

এর নির্মাণ ব্যয় কম, স্থায়িত্ব বেশি এবং পরিচালনা ও ব্যবহার অত্যন্ত সহজ। রাবার ব্যাগ ফুলাতে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হলেও হাইড্রলিকের মাধ্যমে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পানি আটকানো সম্ভব হয়। জোয়ার ভাটা এলাকায় জোয়ারের সময় পানি প্রবেশ এবং ভাটার সময় পানি আটকানোর জন্য এটি খুবই ফলপ্রসূ। চীনা বিশেষজ্ঞগণ টার্নিকি পদ্ধতিতে এদেশে ২টি হাইড্রলিক এপিভেটর ড্যাম নির্মাণ করবে। সফল হওয়ার পর ব্যাপক আকারে এদেশে এটি বাস্তবায়িত হবে। উল্লেখ্য যে, রাবার ড্যাম নির্মাণকল্পে রাবার ব্যাগ দেশের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়, এতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন ও সময়ক্ষেপন হয়। হাইড্রলিক এপিভেটর ড্যাম এদেশে সফল হলে এটি দেশীয় নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এবং প্রবাহমান পাহাড়ি ছড়ার পানি সংরক্ষণ ছাড়াও দক্ষিণাঞ্চলের খাল বিলে জোয়ারের পানি সংরক্ষণে ব্যবহার করার নিমিত্ত নির্মাণ করা যাবে। প্রসঙ্গত: ১৯৯৫ সনে এলজিইডি বাংলাদেশে কক্সবাজার জেলায় বাকখালী ও ঈদগা এলাকায় পাইলট পদ্ধতিতে ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে। চীনা বিশেষজ্ঞগণ টার্নিকি পদ্ধতিতে এ ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করেছিল। নির্মাণকালীন সময়ে বাংলাদেশের

(বাকী অংশ ১০ এর পাতায়)

## শোক সংবাদ

- \* বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব কৃষিবিদ এম শহীদুল ইসলাম গত ১০ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্সলিগ্নাহি..... রাজিউন)।
- \* আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, শিলাভাঙ্গুর দপ্তরে কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব মোঃ শামসুজ্জামান (খোকন) গত ২২ মার্চ ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্সলিগ্নাহি..... রাজিউন)।
- \* সহকারী প্রকৌশলী (ফুডসেচ), কার্যালয়, বিএডিসি, পিরোজপুর (ফুডসেচ) জেনারেল অধীন মঠবাড়িয়া ইউনিটে কর্মরত মেকানিক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন গত ১৮ মার্চ ২০১৬ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্সলিগ্নাহি..... রাজিউন)।
- \* মনিটরিং বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় পিআরএল ভোগরত সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ ওমর আলী গত ২১ এপ্রিল, ২০১৬ ইন্তেকাল করেন। (ইন্সলিগ্নাহি..... রাজিউন)।
- \* নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) এর কার্যালয়, বিএডিসি, সিলেট রিজিয়ন দপ্তরের সহকারী ভাভার বক্ষণ কর্মকর্তা ও বিএডিসি সিবিএ এর সিলেট জেলা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ গত ২৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্সলিগ্নাহি..... রাজিউন)।
- \* বিএডিসি মিরপুরস্থ পাবতলী বীজ পরীক্ষাগারের পিআরএল ভোগরত সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আঃ খালেক গত ০৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্সলিগ্নাহি..... রাজিউন)।

## চলতি মৌসুমে ডাল ও তৈল বীজের সংগ্রহমূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৫-১৬ বর্ষে রবি মৌসুমে উৎপাদিত সরিষা, সূর্যমুখী, মসুর, খেসারী, ছোলা, মটর ও ফেদন বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে :

বীজের নাম	বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)		
	ভিক্তি	মানমোহিত	
১। সরিষা	পিংল- (টরি ৭, বারি সরিষা- ৯, ১১, বিনা- ৭, ৮, বিএডিসি- ১)	৬০.০০ (ষাট টাকা)	৫৮.০০ (আটত্রিশ টাকা)
	হলুদ- (সম্পদ, বারি সরিষা- ১৪, ১৫, ১৭)	৬২.০০ (ষাষটি টাকা)	৬০.০০ (ষাট টাকা)
২। সূর্যমুখী		৭০.০০ (সত্তর টাকা)	৬৮.০০ (আটষট্টি টাকা)
৩। মসুর		১১৭.০০ (একশত সত্তর টাকা)	১১৫.০০ (একশত পনের টাকা)
৪। ছোলা		৭৫.০০ (পঁচাত্তর টাকা)	৭০.০০ (সত্তর টাকা)
৫। খেসারী		৫০.০০ (পঁঞ্চাশ টাকা)	৪৮.০০ (আটচত্ব্বিশ টাকা)
৬। মটর		৬০.০০ (ষাট টাকা)	৫৮.০০ (আটত্রিশ টাকা)
৭। ফেদন		৬০.০০ (ষাট টাকা)	৫৮.০০ (আটত্রিশ টাকা)

কৃষি সমাচার-১২

## সেচ কাজে পানির অপচয় রোধে কিছু কথা

(১৩-এর পরের পর)

গভীর নলকূপ দ্বারা সেচ কাজ করলে জ্বালানী ব্যবদ সাশ্রয় হয় (৩.৯১.৬৮০/- - ৯০.৭২০/-) ৩.০০.৯৬০/- টাকা পানি সাশ্রয় হয় (৯৭৯২ - ৫৭১২) ৪০৮০ ঘনমিটার। এই ভাবে সারা বাংলাদেশে ১৫৬৩৭৯১টি অপভীর নলকূপ সেচ কাজে ব্যবহার হচ্ছে। কি পরিমাণ জ্বালানী ও পানি অপচয় হচ্ছে তা আমাদের এখন বোধগম্য। তাই এই অপচয় রোধে বিএডিসি'র প্রকৌশলীদের এগিয়ে এসে এ অপচয় রোধ করতে হবে। কারণ বিএডিসি'র সেচ বিভাগের নাম ফুডসেচ দেয়া হলেও প্রায় ৮০ ভাগ বা বৃহৎ অংশ সেচের কার্যক্রম তাদের দ্বারা সম্পাদারণ হয়েছে বা হচ্ছে। আমার আবেদন এই অপচয় যত দ্রুত সম্ভব রোধ করে জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করুন।

## পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন



আলবেদী আফীকা মীর

আলবেদী আফীকা মীর, সহকারী ব্যবস্থাপক, বীজ বিতরণ বিভাগ, কৃষি ভবন, বিএডিসি, ঢাকা, বৈদেশিক বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির Department of Agricultural Biotechnology হতে আপট /২০১৫ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি College of Agriculture and Life Sciences এর Fungal Plant Pathology বিভাগের অধ্যাপক Young Hawn Lee PhD. এর অধীনে ধানের ব্রাস্ট রোগের জীবনুর উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি খান গাছের কোয়ে ব্রাস্ট জীবনুর রোগ সৃষ্টির কৌশল সংক্রান্ত এনজাইমেটিক মেকানিজম উদ্ভাবন করেন। তার গবেষণার ফলাফল সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্র "Scientific Reports" নামক আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত, ২০১৫ তে প্রকাশিত হয়।

ডাঃ খিসিসের শিরোনাম ছিল "Systematic characterization of the Peroxidase gene family provides new insights into fungal pathogenicity in Magnaporthe oryzae." তিনি সকলের দোয়াপ্রার্থী।

## সেচ কাজে পানির অপচয় রোধে কিছু কথা

ফজলে রব্বি, সহকারী মেকানিক, যশোর (মুদ্রাসোচ/ল্যাব) জোন, যশোর

সুন্দর অতীত কাল হতে আমরা পানিকে কখনও সম্পদ মনে করিনি, মনে করেছি মূল্যহীন পদার্থ বা খুব সস্তা একটি দ্রব্য। কি ব্যক্তি পর্যায়ে, কি জাতীয় পর্যায়ে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে পানি আজ বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাই আর্ন্তজাতিক সংস্থার বর্তমান প্রোগ্রাম "Water Security is Needed for Ensuring Food Security" অর্থাৎ খাদ্য নিশ্চয়তার জন্য পানি নিরাপত্তার প্রয়োজন। বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস বৃষ্টির মাধ্যমে পাওয়া যায় প্রায় ৮-১০ ভাগ, উজানের দেশ থেকে প্রায় ৯০-৯২ ভাগ নদ-নদীর প্রবাহ এবং বৃহত্তম অংশ পাওয়া যায় ভূগর্ভস্থ প্রবাহের মাধ্যমে। ব্যবহারের ক্ষেত্রে শহর এলাকায় সারা বছর শিল্প কারখানা ও গৃহস্থলীতে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার হচ্ছে। অন্য দিকে ৩-৪ মাস গ্রামীণ এলাকায় নদ-নদী, খাল-বিল ও ভূগর্ভস্থ পানি কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে। তার মধ্যে ধান উৎপাদনে ব্যবহার হয় প্রায় ৮০ ভাগ পানি, গম, ভুট্টা ও শাক-সব্জি উৎপাদনে ব্যবহার হয় ২০ ভাগ। বর্তমানে দেশে ২০১৪ সালের জরিপ অনুযায়ী ২২.৪৫ ভাগ ভূপরিষ্ক পানি ঘারা সেচের মাধ্যমে ১২,১২,৯১৩ হেক্টর জমি চাষ করা হয়েছে। বাকী ৭৭.৫৫ ভাগ ভূগর্ভস্থ পানি ঘারা সেচের মাধ্যমে ৪১,৮৯,৪১৯ হেক্টর জমি চাষ করা হয়েছে। অন্য দিকে ২০০৪ সালে ভূপরিষ্ক পানির ব্যবহার ছিল ১৫.৮০ ভাগ ভূগর্ভস্থ পানির

ব্যবহার ছিল ৮৪.২০ ভাগ। গত ১০ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে খাল পুনঃখনন এবং বিকল্প ধরনের সেচ পাম্প সরবরাহের ফলে ভূপরিষ্ক পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে বারিত পাইপ স্থাপন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমেছে। একই সাথে ধানের ফলন ও কমাভ এরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচ কাজে ব্যবহৃত ৭৭.৫৫ ভাগ ভূগর্ভস্থ পানির পরিমিত ব্যবহারের জন্য কোন বৃহত্তর পরিকল্পনা হচ্ছে না। বিএডিসি'র মাধ্যমে খুব সামান্য কিছু গভীর নলকূপ স্বীমে বারিত পাইপ এবং সেচ কাজে পরিমিত সেচ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, যা কিনা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। যেখানে আর্ন্তজাতিক পানি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (IWMI) ১৯৯০ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের সেচ দক্ষতা ছিল মাত্র ৩০% একই সময় উজানের দেশ ভারতে ছিল ৪০%। বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রমের উপর কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০১৫ পর্যন্ত সেচ দক্ষতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দক্ষতা কমপক্ষে ৬০% উন্নীত করা অত্যন্ত জরুরী এবং তা সম্ভব। সেজন্য আমাদের যা করা প্রয়োজন :-  
পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পিত ভাবে অগভীর নলকূপের স্থলে প্রচলিত গভীর নলকূপের স্থাপন করা, সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক প্রশিক্ষণ দেয়া। উল্লেখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কি হতে পারে তার একটা

উদাহরণ।

১৯৯২ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর যশোর জেলায় সরকারি ভাবে কোন প্রচলিত ভায়ায় গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়নি। ফলে যত্রতত্র নিয়মনিতির তায়াক্ষা না করে ২,১৯,২৫৭টি অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পরিমাণ অনেকগুণ বেড়ে গেছে সাথে সাথে অত্র অঞ্চলে বোরো মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। মৌসুমের মধ্য কিংবা শেষ ভাগে যদি বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সেন্টিফিকিউগাল পাম্পিং হেডের নিচে নেমে যাওয়ার কারণে এসকল অগভীর নলকূপগুলির মধ্যে ৪০-৬০ ভাগ অকেজো হয়ে পড়ে।  
গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে বাঘারপাড়া, চৌগাছা ও বিকরগাছা উপজেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে ১০টি (২২৬-২৭৬ ফুট গভীরতায়) গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৩ সালে উক্ত ১০টি গভীর নলকূপ স্বীম এলাকার মধ্যে (কোন স্বীম এলাকার মধ্যে ১২টি, কোনটিতে ২৩টি) মোট ১৬২টি অগভীর নলকূপ চালু ছিল। ১০০০ ফুট বারিত পাইপসহ গভীর নলকূপ স্থাপন করার ফলে সব কয়টি অগভীর নলকূপ কৃষক বন্ধ করে গভীর নলকূপের পানি দিয়ে সেচ কাজ করছে ঐ ১০টি স্বীমের মধ্যে একটি স্বীমের জ্বালানী ও পানি উত্তোলনের পরিমাণ নিম্নরূপ :-

প্রতিটি গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে গড়ে ১৬টি অগভীর নলকূপ উঠে গেছে। ফলে প্রতি ঘন্টায় ১টি (৪ হর্স পাওয়ার ডিজেল ইঞ্জিন চালিত) অগভীর নলকূপ ডিজেল খরচ হয় ০.৫ লিটার ১৬টিতে খরচ হয় প্রতি ঘন্টায় (০.৫ ১৬) ৮ লিটার বর্তমানে বাজার মূল্য (৬৮/- ৮লিটার) ৫৪৪/- টাকা। প্রতি মৌসুমে ১২০ দিন চলে, প্রতি দিন গড়ে ৬ ঘন্টা ৮ লিটার (৬০/-) ৩,৯১,৬৮০/- টাকা শুধু মাত্র জ্বালানী বাবদ খরচ হয়। ১৬টি অগভীর নলকূপ হতে পানি উত্তোলিত হতো। প্রতিটি পাম্প এর ক্যাপাসিটি ০.৫ কিউসেক বা প্রতি ঘন্টায় পানি উঠে (১ কিউসেক = প্রতি মিনিটে ১৭০০ লিটার) ১৬ ০.৫ ১৭০০ লিটার ১২০ দিন ৬ ঘন্টা) ৯৭৯২০০০ লিটার বা ৯৭৯২ ঘন মিটার। অন্য দিকে ঐ একই স্বীমে ১০০০ ফুট বারিত পাইপ সহ গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে ২০১৪ সালে ১৮.৬ হেক্টর জমিতে সেচ দিতে জ্বালানী বাবদ খরচ প্রতি ঘন্টায় বিদ্যুৎ খরচ ১৮ ইউনিট, প্রতিদিন চলে ১৪ ঘন্টা, প্রতি ইউনিটের দাম ৩/- বোরো মৌসুমে চলে ১২০ দিন (১৮ ১৪ ৩/- ১২০) ৯০,৭২০/- জ্বালানী বাবদ খরচ। পানি উত্তোলিত হয় (১ কিউসেক = প্রতি মিনিটে ১৭০০ লিটার) ১ ২ ১৭০০ লিটার ১২০ দিন ১৪ ঘন্টা) ৫৭,১২,০০০ লিটার বা ৫৭,১২ ঘন মিটার।  
একই স্বীমে অগভীর নলকূপ ঘারা সেচ কাজ করলে এবং বারিত পাইপসহ

(বাকী অংশ ১২ এর পাতায়)



## পদোন্নতি

ঢাকায় কর্মরত জনাব বিলকিস বেগমকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর, বিএডিসি, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব আঃ মজিদ আজাদকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব আঃ জািল মিয়াকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, যুগ্ম পরিচালক (সার) দপ্তর, বিএডিসি, চট্টগ্রামে কর্মরত জনাব এইচ এম শাহনেওয়াজকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর, বিএডিসি, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব নিলিপ কুমার দাসকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর,

বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত জনাব মোঃ মোখসেদুর রহমানকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আঃ আলিমকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী অর্থ কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, বিএডিসি কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী হিসাবনিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মির্জা মোঃ সোলাইমানকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর, বিএডিসি, কুমিল্লায় কর্মরত জনাব জনিম উকিন কুইয়াকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,

হিসাব বিভাগ, বিএডিসি কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আঃ বাসেতকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নুসুল ইসলামকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (সার) দপ্তর, বিএডিসি শঙ্খশঙ্ক, ময়মনসিংহে কর্মরত জনাব মোঃ আলী আকবর আকন্দকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী (ফ্লুইডস) দপ্তর, বিএডিসি জামালপুরের বিপরীতে গ্রেষনে সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ, কৃষিভবন, ঢাকায় সংযুক্ত জনাব মোঃ তানভির আহমেদকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

\* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আলতাজ হোসেনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পর্ষায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে ষ কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

## বিএআরসি কর্তৃক আয়োজিত কনসালটেশন কর্মশালায় বিএডিসি কর্মকর্তার অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং এফএও এর যৌথ উদ্যোগে Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture: Preparation of the country report "The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture" শীর্ষক কনসালটেশন কর্মশালায় বিএডিসি থেকে ড. মোঃ শাহায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক ইনসিটিউশনাল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ৩০

নভেম্বর ২০১৫, ০৯ জানুয়ারি ২০১৬ এবং ২ মার্চ ২০১৬ এ অনুষ্ঠিত কনসালটেশন কর্মশালার মূল বিষয় ছিল এফএও এর চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশের উদ্ভিদ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, অনুজীব এবং পোকামাকড়ের উপর Country Report তৈরিপূর্বক এফএও এর সদর দপ্তরে প্রেরণ করা। গত ২ মার্চ ২০১৬ তারিখ ফোকাল পয়েন্ট এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে Expert Service Provider প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুর রশীদ কুইয়াক, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নার্স ইন্সটিটিউটসমূহ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম, ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

## জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি

**জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষিতে করণীয় :**  
ধান: চাষী ভাইয়েরা, আশা করি এ মাসের প্রথমার্ধে বোরো ধান কাটা শেষ করেছেন। ধান কেটে জাগ দিয়ে বা গাদা করে না রেখে পরিষ্কার শুকনো উঠানে শ্রেসারে দিয়ে মাড়াই করে দ্রুত শুকিয়ে নিলে বীজ ও ধানের রঙ ও মান ভাল থাকে। এতে বাজারে ভালো দাম পাওয়া যায়। গরু দিয়ে না মাড়িয়ে ত্রি উদ্ভাবিত শ্রেসার দিয়ে ধান মাড়াই করলে শ্রমিক খরচ অনেক সাশ্রয় করা সম্ভব। নিচু জমিতে যেখানে বন্যার পানি হয় সেখানে বোরো চাষ করে থাকলে ধান কাটার আগে বা পরে জলি আমন ধান ছিটিয়ে দিন। এতে বিনা পরিষ্কারে অতিরিক্ত একটি ফসল পাওয়া যাবে।

এ মাসের প্রথম দিকে আউশ ধানের চারা রোপণ করা যায়। আগে লাগানো আউশ ক্ষেত্রের আগাছা নিড়ানী দিতে হবে। আউশ ধানের আগাছা অন্য যে কোন ফসল থেকে বেশি হয় বিধায় আগাছা নিধনে বিশেষ নজর দিতে হবে। নিড়ানো শেষে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সারের উপরি প্রয়োগ করুন। সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে আমন ধানের বীজ তলা তৈরির কাজ শুরু করা যেতে পারে। আসন্ন আমন মৌসুমে কি ধরনের জাত চাষ করবেন এখনই তার বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সংগ্রহ করে বেড়ে রোদ দিয়ে রাখুন। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর ১০, বিআর ১১, ব্রিধান-৩০, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৪১,

ব্রিধান-৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়।  
**পাট :** পাটের জমিতে এ সময় আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমিতে সুস্থ সবল চারা রেখে অতিরিক্ত চারা পাতলা করে দিতে হবে। কাছানী তোষা পাটের বয়স দেড় মাস হলে একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ সময় জমিতে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা আক্রমণ করতে পারে। ভিমেস গাদা কীড়ার দলা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। পরিবেশ রক্ষার্থে কীটনাশক যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

**ডাল ও তৈল :** বাদাম, সয়াবিন, ফেদন, তিল ও মুগ ফসল পরিপক্ক হলেই সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। পরিপক্ক ফসল কেটে এনে ভাল ভাবে শুকিয়ে মাড়াই করলে বীজের মান ভাল থাকে। কম শুকানো অবস্থায় মাড়াই করলে আঘাতজনিত কারণে বীজের অক্সুরোদগম ক্ষমতা ও জীবনী শক্তি কমে যায়। সংযুহীত বীজ ভাল করে শুকিয়ে অর্ধত ৯-১০ শতাংশে এনে বায়ুবদ্ধ পরিষ্কার পায়ে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

**ফসলমূল:** আম, জাম, লিচু, কাঁঠালসহ অসংখ্য ফল পাওয়া যায় বলে এ মাসকে মধু মাস বলে। মৌসুমী ফলগুলো পচনশীল বলে এগুলো সংগ্রহ করার সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ফলের গায়ে কোন আঘাত বা আচড় না লাগে। ফল সংগ্রহ করে পচা ও নিমুমানের ফল আলাদা করে কাঠের বা কাগজের বাস্কে বা প্লাস্টিকের ঝুড়িতে ফল বাজারজাত করতে

হবে। এতে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়।

**শাকসব্জী:** বৈশাখে লাগানো টেডুশ, বেগুন, করলা, ধিৎগা, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটল, কাকরোল, মিষ্টি কুমড়া, লালশাক, পুইশাক অন্যান্য সব্জীর যত্ন নিন। লতানো গাছে মাচা দেয়ার ব্যবস্থা করুন। গোড়া পরিষ্কার করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করুন। গাছের ঠুঁড়ি হতে একটি মৃদুকে মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসেও উপরোক্ত সব্জীর আবাদ শুরু করতে পারেন।

**আষাঢ় মাসে কৃষিতে করণীয়:**  
ধান: সময়মত রবি ফসলের আবাদ করতে চাইলে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই বীজ তলায় আমন বীজ রপণ করতে হবে। বন্যার পানিতে তপিয়ে যায় না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। ১ মিটার চওড়া প্রয়োজন মত লম্বা প্রুটে থাকে ধকে কাদা করে বীজতলা তৈরি করতে হবে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য পাশাপাশি দুটি প্রুটের মধ্যে ০.২৫ মিটার চওড়া ৬ ইঞ্চি নালা রাখতে হবে। এভাবে তৈরি বীজতলায় সুস্থ সবল, বলাইমুক্ত ৮০% গজানো ক্ষমতা সম্পন্ন আমন বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সরবরাহ করে ৮০-১০০ গ্রাম/বর্গমিটার হারে ছিটিয়ে বুনতে হবে। ভাল চারা পেতে হলে প্রতি বর্গমিটার বীজ তলার জন্য ২ কেজি গোবর, ১০ গ্রাম ইউরিয়া ১০ গ্রাম টিএসপি ও ১০ গ্রাম জিপসাম ব্যবহার করতে হবে।  
যে কোন সময় বর্ষা আসতে পারে বিধায় আউশ ধান ৮০%

পেকে গেলেই কেটে দ্রুত মাড়াই-মাড়াই ও শুকিয়ে ফেলতে হবে। আউশ ধানের চিড়া-মুড়ি সুশাদু ও বাজারে চাহিদা থাকায় চাষি ভাই এ কাজে একই কৌশল খাটিয়ে ভাল লাভ করতে পারেন।

**পাট:** পাটের জমিতে এ সময় বিছে পোকা, ঘোড়া পোকা, চেলে পোকা, ক্ষুদ্রে মাকড়সা এবং পাতায় হলদে রোপসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভিমেস পাদা বা ছোট লার্ভা সমেত পাতা সংগ্রহ করে নষ্ট করে দিতে হবে। পোকা দমনে সমন্বিত বলাই বাকস্থপনা নিতে হবে। তবে যেখানে বন্যার পানি বেশি হয় সেখানে তার আগেই পাট কাটা যেতে পারে।

**ভুট্টা :** পরিপক্ক হবার পর খরিফ- ১ এ লাগানো ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করা যায়। রোদ না থাকলে সংযুহীত ভুট্টার মোচা কেটে ঘরের বারান্দায় বা তেতরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং পরে রোদ হলে শুকিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

**শাক-সব্জী:** গ্রীষ্মে লাগানো উঁটা, পুই, ধিৎগা, শসা, কুমড়া, চিচিঙ্গা, কাকরোল ইত্যাদি সব্জীর বাড়ন্ত লতায় প্রয়োজনীয় মাচা দিতে হবে। গোড়া পরিষ্কার করে মাটি দিতে হবে যাতে পানিতে শেকড় ভেঙ্গে না যায়। মনে রাখতে হবে, লতানো সব্জীর গায়ে বৃষ্টি যত বেশি হবে তার ফল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যাবে। সেজন্য বেশি বৃষ্টি সম্পন্ন লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশ লতা-পাতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফল ফল ধরে।





বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়কে নিজের লেখা কবিতার বই উপহার দিচ্ছেন সংস্থার সারঞ্জি বীজ বিকাশের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সিবিএ সহ সভাপতি জনাব মোঃ সাময়ুল হক



সম্মানী হামলার আক্রান্ত হয়ে ডান হাত হারানো কুষ্টিয়া পাট বীজ জোনের উপসহকারী পরিচালক জনাব নিপুন নন্দীকে ১২ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর। এ সময় বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মর্তাবৃন্দ ও ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির সের্ভবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন



বিএডিসি'র মুন্সিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খাল পুনঃখনন কার্যক্রম



মেশোরে বিএডিসি'র জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যারামিটার (অর্গেনিক, আয়রন ইত্যাদি) পরীক্ষা করছেন যশোর ফুডসেচ/দ্যাব জোনের সহকারী মেকানিক জনাব ফজলে রবি



সোপালপাঞ্জে বিএডিসি'র আধুনিক হিমাগার



বিএডিসি'র দত্ত নগর খামারে উৎপাদিত আলু তোলার দৃশ্য

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম



বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত তুলনা জেলায় তুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ছুপ্রসেসে উন্নয়ন কর্মসূচির আওতার কাকমারী বাধভাঙ্গা বাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করছেন মাদনীয় মহাশয় ও প্রাথমিক সচিব হুমায়ুন কবীর।

মিরপুরহাট গাবতলীতে বিএডিসি'র বীজ পরীক্ষাগারের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন কৃষিসচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনুজ্জামান আব্দুল্লাহ। ছবিতে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম হান্নান ও মুখ্য পরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার) জনাব আক্তার হাছিম শাহজাহানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের দেখা যাচ্ছে।



বিএডিসি'র মানসম্মত বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে মিরপুরহাট বিএডিসি বীজ পরীক্ষাগার, বীজ ভবনে আয়োজিত "ইউনিফর্মিটি অব সিড টেস্টিং প্রসিডিউর" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের একাংশ।



মিরপুরহাট গাবতলীতে বিএডিসি'র বীজ ভবনে সবজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনুজ্জামান আব্দুল্লাহ।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম



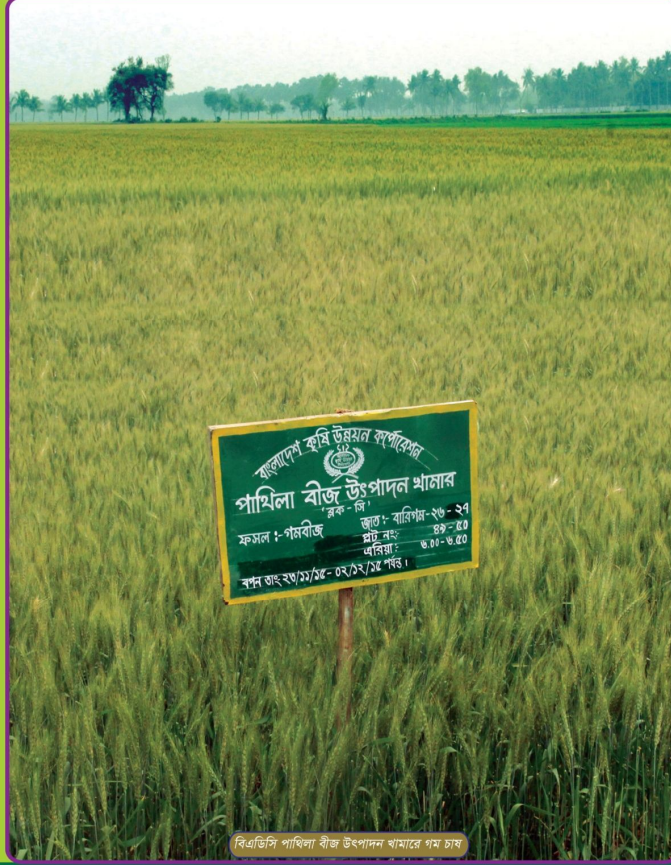
ভূটানের মাননীয় কৃষি ও বনমন্ত্রী লিওনপো ইয়েশি দরজি বিএডিসি'র মিরপুরস্থ বীজ বর্ধন খামার পরিদর্শন করছেন। ছবিতে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের মহা পরিচালক (বীজ উইং) জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খন্দকার, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্ভিদ) জনাব রওনক মাহমুদসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

ভূটানের মাননীয় কৃষি ও বনমন্ত্রী লিওনপো ইয়েশি দরজিকে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর



বিএডিসি'র মিরপুরস্থ বীজ বর্ধন খামারে গাছের চারা রোপনের পর পানি দিচ্ছেন ভূটানের মাননীয় কৃষি ও বনমন্ত্রী লিওনপো ইয়েশি দরজি। ছবিতে বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে





বিএডিসি পাখিলা বীজ উৎপাদন খামারে গম চাষ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিল্লীশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।  
ফোন : ৯৫৫২২৫৩, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল : [prdbadc@gmail.com](mailto:prdbadc@gmail.com), ওয়েবসাইট : [www.badc.gov.bd](http://www.badc.gov.bd), এবং জিটোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।